[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

বার উচ্চস্বরে কানফাটানো হর্ন বাজিয়ে উচ্চ শিক্ষিত ভদ্রলোকের সেই দামি দামি গাড়ি থেকে শুনা যাচ্ছেনা ট্রাফিক পুলিশের উদ্দেশ্য দেওয়া সেই তির্যক গালি।

সেই ভদ্রলোক গুলো আজ পরিবার পরিজন নিয়ে নিরাপদে নিজ গৃহে অবস্থান করছে। কিন্তু আজো একপায়ে ঠাই দাড়িয়ে আছে, পরিবার পরিজন ফেলে বিজয় স্মরণীর মোড়ের সেই ট্রাফিক কনস্টেবল। এই সব ভাবতে ভাবতেই একসময় আমাদের গাড়ি পৌছে গেলো রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালের গেটে। গেটে দ্বায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরা জানালেন এখন কোন কিছু দেওয়া যাবে না।

তাদের অনেক অনুরোধ করলাম কিন্তু কিই বা তাদের করার আছে? তারাও তো নিয়মের বেড়াজালে বন্দী। ঘটনাটি ওসি স্যারকে মোবাইল ফোনে অবহিত করে আবারো রওনা করলাম থানার দিকে।

ফাঁকা রাস্তাদিয়ে ছুটে চলেছে আমাদের গাড়ি। হঠাৎ দেখি রাস্তা জ্যাম। গাড়িথেকে নেমে জানতে পারলাম ত্রাণের দাবীতে স্থানীয়রা রাস্তা অবরোধ করেছে। মনে পড়ে গেলো মুরব্বিদের মুখ থেকে শোনা সেই কথাটি। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান বানতে হয়।

আমাদেরও ধান বানা শুরু হলো। শতাধিক জনতাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিলাম। ভুলে গেলাম সামাজিক দূরত্ব ও করোনার ভয়। আবারো ছুটে চলেছি থানার দিকে এতোক্ষণ বেতার যন্ত্রটার দিকে খেয়াল ছিলোনা। হঠাৎ দেখি বেতার যন্ত্রটি বেজে চলেছে।
ইকো ৭১! স্পেশাল ৭১! লোকেশন কোথায় স্যার? বললাম, থানার কাছাকাছি। একটা নাম্বার লিখেন স্যার। ৯৯৯ এর কল ব্যবস্থা নেন স্যার। প্রাপ্ত নাম্বার টিতে ফোন করে পরিচয় দিয়ে সমস্যার কথা জানতে চাইলাম। অপর প্রান্তথেকে এক ভদ্রমহিলা অত্যন্ত কর্কস কন্ঠে জানতে চাইলো আমি কোথায়?

আমি আমার অবস্থান জানিয়ে তার সম্যার কথা জানতে চাই। তিনি বললেন, তার স্বামী তার বাচ্চাদের মারধোর করছে। আমি ভদ্র মহিলাকে বললাম, আপনার বাচ্চা মানে কি, বাচ্চা কি আপনার স্বামীর না? বাবাতো বাচ্চাদের একটু শাসন করতেই পারে।

এখানে আমাদের কি করার আছে। তার পরে তিনি যেটা বললেন, তার স্বামী বাসার কোন খরচ দেই না। এইসব বিষয় নিয়ে আজ আমাকে ও আমার বাচ্চাদেরকে মারধর করেছেন। আমি ভদ্র মহিলাকে হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার দেখানোর পরামর্শ দেওয়ায় উনি খুব রেগে গেলেন। উনি আমাকে

শুনাইতে ভুললেন না যে, উনার অনেক বড় বড় পুলিশ অফিসার আছেন।

ভদ্র মহিলার কথা শুনে আমার কেমন যেন সন্দেহ হলো আমি উনার স্বামীর মোবাইল নম্বর নিয়ে ফোন করে পরিচয় দিয়ে তার স্ত্রীর দেওয়া অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলাম।

ভদ্রলোক পেশায় একজন ডাক্তার। তার বাবাও একজন ডাক্তার ছিলেন। ভদ্রলোক বর্তমানে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চাকুরী করে। গত চারমাস তিনি বেতন পাননি। তারপরেও গত মাসে ৮৫,০০০/= হাজার টাকা স্ত্রীকে দিয়েছেন।

ভদ্রলোক অনবরত কেঁদে যাচ্ছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে জানালেন যে তিনি ১৯৯৫ সালে বিয়ে করেছেন। তাদের মেয়েটি এবার এইচ এস সি দিবে, আর ছেলেটি ক্লাস ফোরে পড়ে। বিয়ের পর থেকে তার স্ত্রী কখনোই বাবা মার সাথে থাকেন নি। তিনি যে গালি গুলো আমাকে শুনালেন তা অত্যন্ত অশ্রাব্য অশালীন যা লিখা সম্ভব না। তিনি আরো যেটা বললেন তাকে দুই দুই বার মেরে রক্তাক্ত করেছেন। তিনি লোক লজ্জার ভয়ে থানা পুলিশ করেন নি।

তার সাথে আমার আট মিনিট পয়তাল্লিশ সেকেন্ডের কথার মধ্যে পুরোটা সময় জুড়ে কেঁদেছেন আর বার বার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। পারিনি আমি তদন্ত করে তার কোন উপকার করতে। দিয়েছি শুধুই শান্তনা। পারিনি এরকম হাজারো পুরুষের কান্নার কোন জবাব দিতে। তাইতো বলি আইন হবে মানবের কল্যানে কেন তা হবে নির্যাতনের হাতিয়ার?

মেপ্র/এমএফআর

গণমাধ্যমই বিএনপিকে বাঁচিয়ে রেখেছে: কাদের

বিএনপির রাজনীতি এখন টেলিভিশন নির্ভর বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

তিনি বলেছেন, টেলিভিশন না থাকলে তাদের রাজনীতি অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ত। গণমাধ্যমই বিএনপিকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

বুধবার সকালে রাজধানীতে সরকারি বাসভবনে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

করোনা মোকাবেলায় ট্রাস্কফোর্স গঠনে বিএনপির দাবির বিষয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন,পৃথিবীর কোনো দেশেই রাজনৈতিক টাস্কফোর্স গঠিত হয়নি। যা হয়েছে তা হচ্ছে শুধুমাত্র ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা বিষয়ে টাস্কফোর্স।

বিএনপি এখনও নেতিবাচক রাজনীতির বৃত্তে আটকা আছে মন্তব্য করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, দেশের এই সংকটে বিএনপিকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা উচিত।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রচারে বিশ্বাসী নয়,তিনি কাজে বিশ্বাসী।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে দেশের বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িককে আওয়ামী লীগের পক্ষে শুভেচ্ছা জানান। দলীয় সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান মোল্লার মৃত্যুতে ওবায়দুল কাদের গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

চলতি মাসে প্রচণ্ড গরমের পূর্বাভাস, তাপমাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারে ৪০ ডিগ্রি

চলতি মাসে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যাওয়ার আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। একইসঙ্গে এ মাসেই তীব্র বজ্রঝড়ের শঙ্কাও রয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদি এক পূর্বাভাসে এমনটা জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর।

সরকারের এ বিভাগটি জানিয়েছে, মে মাসে দেশে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বঙ্গোপসাগরের দু’টি নিম্নচাপ সৃষ্টি হতে পারে। এর মধ্যে অন্তত একটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেওয়ার শঙ্কা রয়েছে।
এছাড়া দেশের উত্তর থেকে মধ্যাঞ্চল পর্যন্ত ২-৩দিন মাঝারি/তীব্র বজ্রঝড় (কালবৈশাখী) ও দেশের অন্যত্র ৩-৪ দিন হালকা/মাঝারি বজ্রঝড় (কালবৈশাখী) হতে পারে। সেই সঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলা বৃষ্টি হবে।

অন্যদিকে, দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একটি তীব্র তাপপ্রবাহ (৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) এবং অন্যত্র ১-২টি মৃদু (৩৬-৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস)/মাঝারি (৩৮-৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) তাপপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে।

নদ-নদীর অবস্থা মে মাসে ভারী বৃষ্টিপাতজনিত কারণে দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের কতিপয় স্থানে আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। দেশের অন্যত্র প্রধান নদ-নদীর সমূহের স্বাভাবিক প্রবাহ বিরাজমান থাকবে।

কৃষি আবহাওয়ায় এ মাসে দেশের দৈনিক গড় বাষ্পীভবন ৪-৫ মিলিমিটার এবং গড় সূর্য কিরণ কাল ৬ দশমিক ৫ থেকে ৭ দশমিক ৫ ঘণ্টা থাকবে।

গাংনীতে দুইজন করোনা রোগী সনাক্ত

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলায় আরও একজনসহ মোট দু’জন করোনা রোগী সনাক্ত হয়েছে।

করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিরা হলেন ষোলটাকা গ্রামের মৃত মজনুর রহমানের ছেলে মাহফুজুর রহমান ও রংমহল গ্রামের পলাশ আহমেদ।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কমর্কর্তা ডা: রিয়াজুল আলম জানান, উপজেলার ষোলটাকা গ্রামের ঐ ব্যক্তি গত ২৩ এপ্রিল ঢাকার মোহাম্মদ থেকে নিজ বাড়িতে আসেন। তখন থেকে সে

হোমকোয়ারেন্টাইনে ছিলেন।

গত ৩রা মে তার নমুনা সংগ্রহ করে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবে পাঠানো হলে সেখান থেকে আজ বুধবার করোনা রোগে আক্রান্ত বলে নিশ্চিত করা হয়।

এছাড়া রংমহল গ্রামের ঐ মব্যক্তি গত ২৯ এপ্রিল ওমান দেশ থেকে বাড়িতে আসেন।

গত ১লা মে নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকায় পাঠানো হলে সেখান থেকে পজেপিভ বলে নিশ্চিত করা হয়।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন জানান, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় পিসিআর ল্যাব থেকে বুধবার ১৬টি নমুনা পরীক্ষার ফলাফল এসেছে। এর মধ্যে ১৫ জন নেগেটিভ। একটি পজেটিভ এসেছে।

এছাড়া ঢাকা শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ থেকে আরো একটি পজেটিভ এসেছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান,আক্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের নিজ বাড়িতে আইশোলেশনে থাকবেন।

এছাড়া তাদের পার্শবর্তী কয়েকটি বাড়ি লকডাউন ঘোষনা করা হয়েছে। এছাড়া আক্রন্ত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের নমুনা সংগ্রহ করা হবে।

রাজধানীতে করোনায় আক্রান্ত ৫ হাজার ছাড়িয়েছে, মৃত্যু একশ’ ছুঁই ছুঁই

কোভিড-১৯ রোগে আক্রান্ত ও প্রাণহানির সংখ্যা বেড়েই চলেছে। গত দুদিনে দেশে মৃত্যুর সংখ্যা কমলেও আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

মঙ্গলবার দেশে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মোট ১৮৩ জনের মৃত্যু হলো।

এছাড়া গতকাল পর্যন্ত নতুন করে আরও ৭৮৬ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট ১০ হাজার ৯২৯ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়েছেন।

এদের মধ্যে রাজধানী ঢাকায় ৫ হাজার ২২৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, যা মোট আক্রান্তের ৫৮ দশমিক ৫৫ ভাগ। এ ছাড়া ঢাকায় এ পর্যন্ত ৯৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

বুধবার জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) ওয়েবসাইট থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

রাজধানীতে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন রাজারবাগে, ১৯৬ জন। কাকরাইলে আক্রান্তের সংখ্যা ১৬২, যাত্রাবাড়ীতে ১৪৩, মোহাম্মদপুরে ১০৪, মুগদায় ১২১, মহাখালীতে ১১১, লালবাগে ৮৯, তেজগাঁওয়ে ৭৯, মালিবাগে ৭৮, উত্তরায় ৭০, বাবুবাজারে ৬৬, বংশালে ৬৩, গেণ্ডারিয়াতে ৫৬, মগবাজারে ৫৫, বাড্ডায় ৪৬, ধানমণ্ডিতে ৪৬ জন, বাসাবোতে ৪৩ এবং চকবাজারে ৪৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

গত ৮ মার্চ বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম রোগী শনাক্ত করা হয়। ১৮ করোনায় প্রথম মৃত্যু হয় দেশে। এরপর গত ১৪ এপ্রিল ৩৮তম দিনে করোনা রোগীর সংখ্যা এক হাজারে দাঁড়ায়।

এরপর গত সোমবার ৫৮তম দিনে আক্রান্তের সংখ্যা ১০ হাজার ১৪৩ জনে দাঁড়ায়। বর্তমানে ৫৯ তম দিনে দেশে ১০ হাজার ৯২৯ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন।

যুগান্তর ডেস্ক

দিনমজুরদের মাসে ৫ হাজার টাকা দিন: সরকারকে বিএনপি

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে দিন আনে দিন খায় এ শ্রেণির মানুষদের মাসিক পাঁচ হাজার টাকা হারে প্রাথমিকভাবে তিন মাসে জনপ্রতি ১৫ হাজার টাকা নগদ সাহায্য দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি।

মঙ্গলবার গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, করোনা থেকে বাঁচতে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দিন আনে দিন খায় এ শ্রেণির মানুষের মাসে পাঁচ হাজার টাকা হারে প্রাথমিকভাবে তিন মাসে জনপ্রতি ১৫ হাজার টাকা নগদ সাহায্য-সহায়তা সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে পৌঁছানো নিশ্চিত করতেই হবে।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, এছাড়া কর্মহীন ও ছিন্নমূল মানুষের জন্য অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র ও রান্না করা খাবার বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। কোনোভাবেই রাজনৈতিক দলের সদস্যদের এ কাজে সম্পৃক্ত করা যাবে না।

করোনা পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে টাস্কফোর্স গঠনের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, অবিলম্বে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ সমন্বেয়ে একটি ট্রাস্কফোর্স গঠন করা অত্যন্ত জরুরি।

নগদ অর্থ ও ত্রাণ বিতরণ এবং ধান ক্রয় সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে করানোর আহ্বান জানান বিএনপি মহাসচিব।

ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ তুলে মির্জা ফখরুল বলেন, বর্তমানে ত্রাণ চুরি এবং স্বাস্থ্য খাতের দুর্নীতিকে মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

ত্রাণ ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা অনিয়ম তুলে ধরে তিনি বলেন, দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। এখনো নিয়মিত দেখা যাচ্ছে ৬৪ জেলাতেই অভুক্ত মানুষ রাস্তা আটকে খাবার বা ত্রাণের জন্য

বিক্ষোভ করছে। চেয়ারম্যান-মেম্বারদের বাড়িঘর ঘেরাও করছে, রাস্তায় ত্রাণের গাড়ি থামিয়ে ত্রাণ লুট করে নিয়ে যাচ্ছে।

ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের ঘটনা তুলে ধরে তিনি বলেন, অভিযোগ উঠেছে এমন আলোচিত ২৬টি ঘটনায় জড়িত ছিলেন ৪৫ জন যাদের সিংহভাগই সরকারি দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, এহেন পটভূমিকায় সরকারদলীয় যারা ত্রাণ চুরি করছে তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক কড়া ব্যবস্থা না নিয়ে চাল চুরির সংবাদ ছাপানোর কারণে সাংবাদিক ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট-এ মামলা হচ্ছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৬ মাসের বেতন দেয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসাসহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছয় মাসের শিক্ষা ব্যয় (ছাত্র বেতন ইত্যাদি) সরকারকে বহন করতে হবে। সব লিল্লাহ বোর্ডিং, এতিমখানা ও বৃদ্ধাশ্রমগুলোতে আগামী তিন মাসের জন্য খাবারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

দোকানপাট খুলে দেয়ায় সরকারের সমালোচনা করে মির্জা ফখরুল বলেন, রমজান ও ঈদের কথা বলে ১০ মে থেকে দোকানপাট খুলে দিচ্ছে সরকার। এতে করোনার পিক পয়েন্টে এসে সরকার পুনরায় সামাজিক সংক্রমণের পথ আরও সুগম করে দিল। গার্মেন্ট সেক্টরে সৃষ্ট ঝুঁকির সঙ্গে দোকানপাট খুলে দেওয়ার ফলে সম্ভাব্য ঝুঁকি অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত কাজ করবে। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

একমাস পর বসছে মন্ত্রিসভার বৈঠক

কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে একমাস পর সীমিত পরিসরে মন্ত্রিসভার বৈঠক বসছে।

আজ বেলা ১১টায় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে এই বৈঠক বসবে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ) মো. আব্দুল বারিক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, আজ বেলা ১১টায় গণভবনে মন্ত্রিসভা বৈঠক হবে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে এটি হবে খুবই সীমিত পরিসরে।’

প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও ওই বৈঠকে সংশ্লিষ্ট মাত্র তিনজন মন্ত্রী অংশ নেবেন বলেও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জানা গেছে।

এর আগে সাধারণ ছুটির মধ্যে ৬ এপ্রিল গণভবনে সীমিত পরিসরে মন্ত্রিসভা বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে মাত্র ৭ জন মন্ত্রী অংশ নেন, আর সবার মুখে ছিল মাস্ক। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা টেবিলে বসে বৈঠকে অংশ নেন।

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

মেহেরপুরে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর পক্ষে ডিবি পুলিশের খাদ্য বিতরণ

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এর পক্ষে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্য উপহার সামগ্রী বিতরণ করেছে।

সোমবার রাতে পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীর ব্যবস্থাপনায় সদর উপজেলার গোপালপুর ও মদনা গ্রামের দুস্থ মানুষের মাঝে খাদ্য বিতরণ করা হয়।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি রবিউল ইসলাম এই খাদ্য সামগ্রী অসহায় মানুষের হাতে তুলে দেন।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর প্রতিদিন এর প্রকাশক ইমন এর পক্ষ থেকে খাদ্য উপহার বিতরণ

মেহেরপুর জেলার নিয়মিত দৈনিক পত্রিকা মেহেরপুর প্রতিদিন এর প্রকাশক ও আনিশা গ্রুপ এর চেয়ারম্যান এম এ এস ইমন এর পক্ষ থেকে অসহায় কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্য উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার রাতে শহরের ১নং ওয়ার্ডের প্রায় ২শ পরিবারকে এই খাদ্য উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

করোনার সংকটময় পরিস্থিতিতে খাদ্য বিতরণ অব্যাহত থাকবে বলে জানান এম এ এস ইমন।

বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় সবাইকে এক যার যার অবস্থান থেকে কাজ করার আহবান জানান এম এ ইমন।

খাদ্য বিতরণে সহযোগিত করেন শিশির অরুপ, মাসুদ রানা মাস্টার, ফারুক, বিপুল, টিংকু, ইমরুল।

মেপ্র/এমএফআর

১৬ মে পর্যন্ত বাড়তে পারে সরকারি ছুটি

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে চলমান সাধারণ ছুটি আগামী ১৬ মে পর্যন্ত বাড়তে পারে। এ বিষয়ে আগামী রবিবার অথবা সোমবার

প্রজ্ঞাপন জারি করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী জানান, ছুটি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছে। ছুটির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী পদক্ষেপ নেবেন। ছুটি বাড়লে আগামী রবিবার অথবা সোমবার প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে।

সরকারের উচ্চ পর্যায়ের একটি সূত্র জানিয়েছেন, ৫ মে পর্যন্ত ছুটি চলছে। ৭ দিন ছুটি বাড়ালে ছুটি গড়াবে ১২ মে পর্যন্ত। সেদিন হয় মঙ্গলবার। এর দুইদিন পরই আবার সাপ্তাহিক শুক্র-শনিবারের ছুটি এসে যায়। এ কারণে ছুটি বাড়িয়ে সাত দিনের জায়গায় ৯ দিনও হতে পারে। এতে পরের সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে ১৬ মে পর্যন্ত ছুটি হবে।

করোনাভাইরাস পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় প্রথম দফায় গত ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি অফিসে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে সরকার। দ্বিতীয় দফায় তা ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত এবং তৃতীয় দফায় ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত এবং চতুর্থ দফায় ৫ মে পর্যন্ত ছুটি বর্ধিত করা হয়েছিল। ইত্তেফাক